

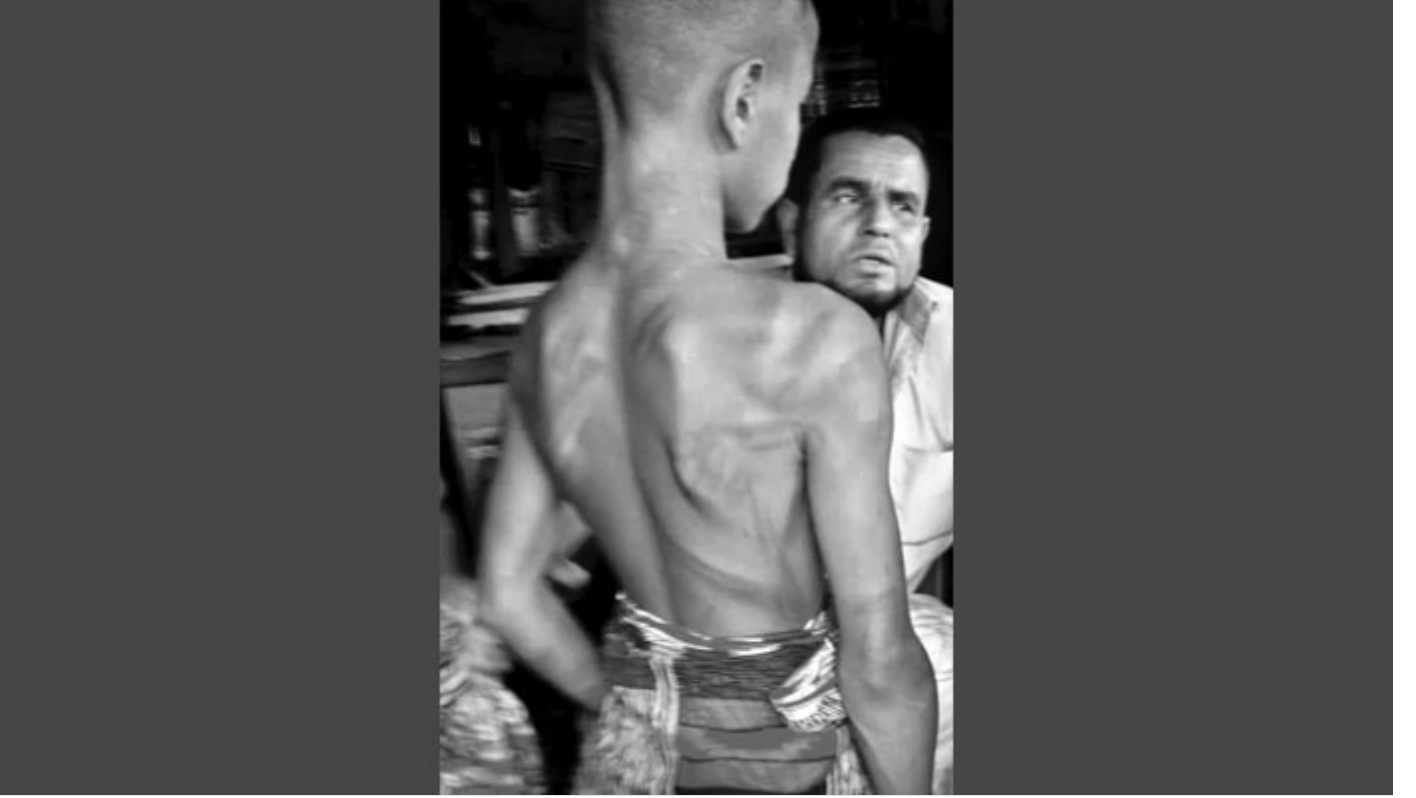
PRINT

# সমকাল

## ঈশ্বরগঞ্জে ছাত্রের শরীরজুড়ে শিক্ষকের বেত্রাঘাত

১২ ঘণ্টা আগে

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি



শরীর খারাপ থাকায় রাতের বেলায় মাদ্রাসায় যেতে পারেনি শিক্ষার্থী নেজামুল (১২)। এ অপরাধে শিক্ষকের নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে তাকে। শিক্ষকের বেত্রাঘাতে গুরুতর আহত হয়ে এখন হাসপাতালের বিছানায় ছটফট করছে সে। গতকাল শনিবার ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে এ ঘটনা ঘটে।

উপজেলার সুতিভরাট গ্রামের কৃষক মজিবুর রহমানের ছেলে নেজামুল হক মাইজহাটি বাজারের কাছে শাহগঞ্জ দারুল উলুম কওমি মাদ্রাসার কোরআন বিভাগের নাজেরা শ্রেণিতে পড়ে। গত শুক্রবার ছুটি কাটিয়ে রাতের পাঠ কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার কথা ছিল তার। তবে শরীর ভালো না লাগায় ওই দিন রাতে না গিয়ে শনিবার সকালে মাদ্রাসায় যায় সে। এর

কিছুক্ষণ পরেই মো. আল আমিন নামে এক ছাত্র নেজামুলকে ডেকে নিয়ে যান। এর পর মাদ্রাসার আরেক শিক্ষার্থীকে কটু কথা বলা এবং শুক্রবার রাতে মাদ্রাসায় না যাওয়ার অভিযোগে বেত্রাঘাত শুরু করেন। দুটি বেত একত্রিত করে আপাদমস্তক চালানো হয় বেত্রাঘাত। এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে আঘাত বন্ধ করেন ছাত্র। পরে নেজামুলকে করা হয় নজরবন্দি। তবে কৌশলে সকাল ১০টার দিকে মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে বাড়িতে যায় নেজামুল। তার শরীরজুড়ে বেতের আঘাতের চিহ্ন দেখে পরিবার ও এলাকার লোকজন মাদ্রাসায় যান। এর আগেই মাদ্রাসার সব শিক্ষক পালিয়ে যান। খবর পেয়ে দুপুরে ঈশ্বরগঞ্জ থানার এক দল পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কিশোর নেজামুলকে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত নেজামুল হক জানায়, শনিবার সকালে মাদ্রাসায় যেতেই তাকে ডেকে নিয়ে দুটি বেত দিয়ে আঘাত শুরু করেন শিক্ষক আল আমিন। তার কোনো কথাই শোনেননি ছাত্র। বেত্রাঘাত করার সময় আরেক ছেলেকে কী নাকি বলেছি, বলতে থাকেন। তবে সে ওই ছেলেকে কিছুই বলেনি। ছাত্র তাকে অকারণে বেদম মারধর করে মাদ্রাসায় আটকে রাখতে চেয়েছিলেন। পরে সে কৌশলে বাড়ি চলে যায়।

নেজামুলের বাবা মজিবুর রহমান বলেন, নেজামুলের মাথা, পিঠ, হাত-পা- শরীরের এমন কোনো অংশ নেই যেখানে আঘাত করা হয়নি। তিনি এ বর্বরতার বিচার চান। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে শনিবার দুপুরে থানায় একটি অভিযোগ করেছেন। এতে শিক্ষক আল আমিনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার সজীব ঘোষ বলেন, খবর পেয়ে তারা এলাকায় যান। তবে অভিযুক্তকে পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন :

+৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল:

ad.samakalonline@outlook.com